ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN 2 8 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শা.বি.র নামকরণবিরোধীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, ব্যাপক বোমাবাজি

শিক্ষা কার্যক্রমে অচলাবস্থা, আন্দোলনে নামছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা

ইখতিয়ার উদ্দিন, সিলেট অফিস : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও ভবনের নামকরণবিরোধীদের সঙ্গে গতকাল পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষের সময় ইটপাটকেল নিক্ষেপ ছাড়াও গুলিবর্ষণ, বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ যুবকরা প্রায় ২০টি যানবাহন ভাঙচুর করে। পুলিশ ১০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এসব ঘটনায় আহত হয়েছে ১০জন।

নামকরণবিরোধী 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গতকাল রনি, তাইউব ও বাচ্চু নামে তাদের তিনজন কর্মীর মুক্তির দাবিতে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে মিছিলটি কোর্ট পয়েন্টে পৌঁছুলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ সময় উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এক পর্যায়ে গুলি ও হাতবোমার বিস্ফোরণে গোটা এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এ সময় বিক্ষুব্ধ তরুণরা কমপক্ষে ২০টি যানবাহন ভাঙচুর করে। পুলিশ কমপক্ষে ১০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ জননী জাহানারা ইমামসহ দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের নামে হল ও ভবনের নামকরণ বাতিলের দাবিতে মৌলবাদী জামাত-শিবির চক্র অবরোধ, ধর্মঘট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ায় গত ২ মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রমে অচলাবস্থা চলছে। গত ৩ ডিসেম্বর নামকরণবিরোধীরা ক্যাম্পাসে লাগাতার ধর্মঘট আহ্বান করে। বহিরাগত সন্ত্রাসীদের তৎপরতায় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ৫ ডিসেম্বর থেকে সেমিস্টার পদ্ধতির পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও তা গ্রহণ করা যায়নি। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছিল তাও বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার তারিখ পুনর্নির্ধারণ করলেও মৌলবাদী ক্যাডারদের সন্ত্রাসী তৎপরতার মুখে তা কার্যকর হয়নি। কর্তৃপক্ষ ভর্তি কার্যক্রমও স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে কোর্স পদ্ধতির সকল বিভাগের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। বলা বাহুল্য, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। সন্ত্রাসীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দেয়। তারা শিক্ষকদেরকেও হুমকি দেয় এবং কয়েকজনের বাসায় হামলা চালায়।

শা.বি. সূত্রে জানা যায়, এ বছর ১৭ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীসহ ভর্তিচ্ছু ১৭ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। হলসমূহে অবস্থানরত বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা আদৌ হবে কিনা সে ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য পাচ্ছে না। উপরন্তু মৌলবাদীদের অব্যাহত হুমকির মধ্যে তারা উদ্বেগ ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

এ অবস্থায় শা.বির ৫ শতাধিক ছাত্রছাত্রী গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে সংকট নিরসনের দাবি জানিয়ে বলেছে, অন্যথায় ৩০ জানুয়ারি তারা সিলেট প্রেসক্লাবে প্রতীক অনশন করবে এবং ঐদিন পরবর্তী কর্মসূচিও ঘোষণা করবে। তারা বলেছে, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যা চলছে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রে তা আশা করা যায় না।